

## সূরা ৩৪ : সাবা, মাক্কী

(আয়াত ৫৪. রুকু ৬)

৩৪ - سورة سبأ مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ٥٤ رُكُوعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। প্রশংসা আল্লাহর যিনি  
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা  
কিছু আছে সব কিছুরই মালিক  
এবং আখিরাতেও প্রশংসা  
তঁারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব  
বিষয়ে অবহিত।

١. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ  
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ  
الْخَبِيرُ

২। তিনি জানেন যা ভূমিতে  
প্রবেশ করে, যা তা হতে  
নির্গত হয় এবং যা আকাশ  
হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু  
আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই  
পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

٢. يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا  
يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ  
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ  
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

## সমস্ত প্রশংসা এবং গাইবের মালিক আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়া ও  
আখিরাতে সমস্ত নি'আমাত ও রাহমাত তঁারই নিকট হতে আসে। সমস্ত  
হুকুমাতের হাকিম তিনিই। সুতরাং সর্ব প্রকারের প্রশংসা ও গুণ-গানের হকদার  
একমাত্র তিনিই। তিনিই মা'বুদ। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই।

হুকুমাত একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। যমীনে ও আসমায়ে যা কিছু আছে সবই তাঁর স্ত। যত কিছু আছে সবাই তাঁর দাস ও অনুগত। আর সবই তাঁর আয়ত্ত্বাধীন। সবারই উপর তাঁর আধিপত্য রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা‘বুদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৮ : ৭০) যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى

আমিই মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা লাইল, ৯২ : ১৩)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ আখিরাতে তাঁরই প্রশংসা হবে। তাঁর কথা, তাঁর কাজ এবং তাঁর আহকাম তাঁরই হুকুমাতে বিরাজিত। যুহরী (রহঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন : তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি যা আদেশ করেন তার পরিণতি সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি এত সজাগ যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তাঁর কাছে একটি অণুও গোপন থাকার নয়।

يَعْلَمُ مَا يَلْبِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, তা হতে যা নির্গত হয়। পানির যতগুলি ফোঁটা যমীনে যায়, যতগুলি বীজ যমীনে বপন করা হয়, কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যমীন হতে যা কিছু বের হয় সেটাও তিনি জানেন। প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা, প্রকৃতি এবং গুণাগুণ তাঁর জানা।

وَمَا يَتَرُلُ مِنَ السَّمَاءِ মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাতে কতটা ফোঁটা আছে তা তাঁর অজানা থাকেনা। যে খাদ্য সেখান হতে বরাদ্দ হয় সেই সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ভাল কাজ যা আকাশের উপর উঠে যায় সেই খবরও তিনি রাখেন।

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। এ কারণেই তাদের পাপরাশি অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেননা। বরং তাদেরকে তাওবাহ করার সুযোগ দেন। তিনি অত্যন্ত

ক্ষমাশীল। তাওবাহকারীকে তিনি ধমক দিয়ে সরিয়ে দেননা। তাঁর উপর ভরসাকারীরা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না।

৩। কাফিরেরা বলে : আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল : আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

۳. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ ۚ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

৪। এটা এ জন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

۴. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

৫। যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মভ্রদ শাস্তি।

۵. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ

৬। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসাহ আত্মাহর পথ নির্দেশ করে।

ۖ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  
هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ  
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

### কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকে তাদের

### আমল অনুপাতে উত্তম অথবা খারাপ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে

সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে কিয়ামাত আগমনের উপর শপথ করা হয়েছে। কারণ উদ্ব্যত কাফিরেরা অস্বীকার করছে যে, তা কখনও হবেনা। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে :

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلٌ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও : হ্যাঁ, আমার রবের শপথ!! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৩)

দ্বিতীয় হল এই সূরা সাবার **لَا تَأْتِينَا كُفْرًا** এ আয়াতটি। আর তৃতীয় হল সূরা তাগাবুনের নিম্নের আয়াতটি :

رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল : নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৭)

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُم مِّنْ عَالَمِ الْغَيْبِ لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ

মুবিন বল : (কিয়ামাত) আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং ওর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। এখানেও কাফিরদের কিয়ামাতের অস্বীকৃতির উল্লেখ করে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথমূলক উত্তর দিতে বলার পর আরও গুরুত্বের সাথে বলছেন : সেই আল্লাহ তিনি, যিনি আলিমুল গাইব, যার অগোচর নয় আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু। যে হাড়গুলি পচে গলে যায়, মানুষের শরীরের জোড়াগুলি যে খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ওগুলি কোথায় যায় এবং ওগুলির সংখ্যাই বা কত ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি এগুলি একত্রিত করতে সক্ষম, যেমন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুই জানেন। সবকিছুই তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ কিয়ামাত আসার হিকমাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ  
এটা এ জন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মান জনক রিয্ক। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মভ্ৰদ শাস্তি। সৎকর্মশীল মু'মিনরা পুরস্কৃত হবে এবং দুষ্ট ও পাপী কাফিরেরা হবে শাস্তিপ্ৰাপ্ত। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

## نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের আর একটি হিকমাত বর্ণনায় বলেন :

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ

কিয়ামাতের দিন ঈমানদার লোকেরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত হতে এবং পাপীদেরকে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে দেখে নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করবে। ঐ সময় তারা বলে উঠবে :

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩) আরও বলা হবে :

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫২) অন্যত্র রয়েছে :

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিবস। (সূরা রুম, ৩০ : ৫৬)

আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, মহাশক্তির অধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক এবং পূর্ণ বিজয়ী। তাঁর উপর কারও কোন আদেশ চলেনা এবং কারও কোন জোরও খাটেনা। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে শক্তিহীন ও অপারগ। তাঁর কথা ও কাজ, তাঁর বিধান অবধারিত। তাঁর সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

৭। কাফিরেরা বলে : আমরা  
কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির  
সন্ধান দিব যে তোমাদেরকে

۷. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ

বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ  
হিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও  
তোমরা সৃষ্টি রূপে উত্থিত  
হবে?

نَدُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا  
مُزِقَّتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي  
خَلْقٍ جَدِيدٍ

৮। সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে  
মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে  
কি উন্বাদ? বস্তুতঃ যারা  
আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা  
শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে  
রয়েছে।

۸. أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ  
جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ  
الْبَعِيدِ

৯। তারা কি তাদের সম্মুখে ও  
পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে  
যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য  
করেনা? আমি ইচ্ছা করলে  
তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে  
দিব অথবা তাদের উপর  
আকাশ মন্ডলীর পতন ঘটাবো;  
আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি  
বান্দার জন্য এতে অবশ্যই  
নিদর্শন রয়েছে।

۹. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ نَسْفًا نَّخْسِفُ بِهِمُ  
الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا  
مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

## কাফিরেরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকার করত এবং তাদের ঐ ধারণার জবাব

কাফির ও বিপথগামী, যারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে, আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাদেরই খবর দিচ্ছেন। তারা পরস্পর বলাবলি করত :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمۡ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ

مُزِقٍّ দেখ, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে বলে, যখন আমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তার পরেও নাকি আমরা আবার জীবিত হয়ে উঠব! এ লোক সম্পর্কে দু’টি কথা বলা যায়। হয় সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে, না হয় সে উন্মাদ। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন :

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ না, এ কথা সত্য নয়। বরং মুহাম্মাদ সত্যবাদী, সৎ, সুপথ প্রাপ্ত ও জ্ঞানী যে তোমাদের জন্য সত্য নিয়ে এসেছে। তোমরাই বরং মিথ্যাবাদী, তোমরা বোকার রাজ্যে বাস করছ। তোমাদের এই অস্বীকৃতি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সত্য থেকে তোমরা দূরে সরে যাচ্ছ। এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? তিনি এত ক্ষমতাবান যে, এমন উদার আকাশ ও বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন। না আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, আর না যমীন ধসে যাচ্ছে! যেমন তিনি বলেন :

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَعِمَّ الْمَهْدُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৭-৪৮)

إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِم كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ তিনিতো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দিতে পারেন অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন! এরূপ অবাধ্য বান্দা কিন্তু এরূপ



শান্তিরই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর অভ্যাস। তিনি মানুষকে অবকাশ দিচ্ছেন মাত্র।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, আছে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যোগ্যতা আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ সৃষ্টিতে সন্দেহই পোষণ করতে পারেনা যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবেনা। আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি প্রথমবার হাড়-গোশত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেগুলি পঁচে গলে টুকরা টুকরা হয়ে যাবার পর আবার ঐগুলিকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম হবেননা? যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলছেন :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১) আর একটি আয়াতে আছে :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো মানব সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭)

১০। আমি নিশ্চয়ই দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পবর্তমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকূলকেও। তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ -

۱۰. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجِبَالُ أَوَّي مَعَهُ ۖ وَالطَّيْرَ ۖ وَالنَّارَ لَهُ الْحَدِيدَ

১১। (এই আদেশ করে) 'তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎ কাজ কর।' তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা

۱۱. أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدِّرَ  
فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا  
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

### দাউদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল দাউদের (আঃ) উপর পার্থিব ও পারলৌকিক রাহমাত নাযিল করেছিলেন। তাঁকে তিনি নাবুওয়াত দান করেছিলেন, রাজত্ব দিয়েছিলেন, সৈন্য-সামন্ত প্রদান করেছিলেন, শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলেন এবং আরও একটি মু'জিয়া দান করেছিলেন। এক দিকে দাউদ (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর একাত্মবাদের গান ধরতেন, আর অপর দিকে পাখিদের যারা ভোরে বের হয়ে বিকেলে ফিরে আসত তারাও দাউদের (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর গুণগান শুনে থেমে যেত এবং তাঁর সুরে সুর মিলাতো। তিনি পাখিদের ভাষাও বুঝতেন এবং কথা বলতেন। পাহাড় পর্বত সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করত।

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মূসা আশআরীর (রাঃ) কুরআন পাঠ শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। অতঃপর বলেন : একে দাউদের (আঃ) মিষ্টি সুরের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ১/৫৪৬)

আবু উসমান নাহ্দী (রাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি আবু মূসা আশআরীর (রাঃ) সুরের চেয়ে মিষ্টি সুর কোন বাদ্যযন্ত্রে শুনিনি। (ফাযায়িলুল কুরআন ৭৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, হাবশী ভাষায় **أُوْبِي** শব্দের অর্থ হল : 'তাসবীহ পাঠ কর।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ **أُوْبِي** এর অর্থ করেছেন আল্লাহর প্রশংসা। (তাবারী ২০/৩৫৭) এ শব্দের মূলের (তা'যীব) অর্থ হচ্ছে বার বার বলা বা সাড়া দেয়া। সুতরাং পাখি কিংবা পাহাড়-পর্বতকে বলা হয়েছে যে, তাঁর সাথে তারাও যেন বার বার তা পাঠ করে।

سَابِغَاتٍ أَنْ اَعْمَلَ تَائِرَ উপর এ অনুগ্রহও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আল আমাশ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ঐ লোহাকে উত্তপ্ত করার জন্য হাপরে দিবার কোন প্রয়োজন হতনা বা হাতুড়ী দিয়ে পিটানোরও দরকার হতনা। পিটানোর কাজ হাত দিয়েই হয়ে যেত। তাঁর হাতে লোহাকে সূতার মত মনে হত। ঐ লোহা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে বর্ম তৈরী করতেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে লৌহ নির্মিত যুদ্ধ-পোশাক বা বর্ম তৈরী করেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৫৯) وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ যেরা বা বর্ম তৈরীর পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আংটা যেন ঠিকমত দেয়া হয়, ছোট বড় যেন না হয়, মাপ যেন সঠিক হয়। আংটাগুলি যাতে ময়বূত হয় তা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। (তাবারী ২০/৩৬১) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : سَرْدِ এর অর্থ হচ্ছে লোহার আংটা। কেহ কেহ বলেছেন যে, উহা হল চেইনের মত যা কোন কিছুর সাথে আটকে রাখা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর নির্দেশ দিচ্ছেন : وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنَّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এখন তোমাদেরও উচিত সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং আমার আদেশের বিপরীত কিছু না করা। তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দৃষ্ট। তোমাদের সব আমল, ছোট হোক, বড় হোক, ভাল হোক অথবা মন্দই হোক, আমার কাছে প্রকাশমান। কিছুই আমার কাছে গোপন নেই।

১২। সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করেছিলাম।

۱۲. وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحَ غَدُوَهَا  
شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَّا لَهُ  
عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ

এবং ছিল জিন সম্প্রদায় যারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে নিজেদের কতক তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আশ্বাদন করাব।

يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ  
وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ  
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

১৩। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউস সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

۱۳. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ  
مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ  
كَالْجُؤَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ  
أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا  
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

### সুলাইমানের (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ

দাউদের (আঃ) উপর আল্লাহ তা'আলা যে নি'আমাতরাজি অবতীর্ণ করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর পুত্র সুলাইমানের (আঃ) উপর যেসব নি'আমাত নাযিল করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : আমি বাতাসকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং একই পরিমাণ পথ সন্ধ্যায়ও অতিক্রম করত। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : সুলাইমান (আঃ) সিংহাসনে বসে দামেস্ক হতে লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামসহ উড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে 'ইসতাখারে' পৌঁছে যেতেন এবং সেখানে দুপুরের খাবার খেতেন। অতঃপর ইসতাখার থেকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায়ই তিনি কাবুলে পৌঁছে যেতেন। একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য দামেস্ক হতে ইসতাখার পর্যন্ত এক মাসের পথ এবং ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্বও একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য এক মাসের পথ। (তাবারী ২০/৩৬২) মহান

আল্লাহ তাঁর জন্য শক্ত/কঠিন তামাকে তরল করে দিয়ে ওর নাহর বইয়ে দিয়েছিলেন। যখন যে কাজে যে অবস্থায় লাগাতে ইচ্ছা করতেন, বিনা কষ্টে অতি সহজে সেই কাজে ওটাকে লাগাতে পারতেন।

وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ‘কিত্র’ শব্দের অর্থ করেছেন তামা। (তাবারী ২০/৩৬৩, ৩৬৪)

وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ মহামহিমাবিত আল্লাহ জিনদেরকে তাঁর অধীনস্ত ও অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করতেন তখন সেই কাজ তাঁর সামনে তাদের দ্বারা করিয়ে নিতেন। وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا কোন জিন কাজে ফাঁকি দিলে সাথে সাথে তাঁকে তা জানিয়ে দেয়া হত।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী নির্মাণ করত প্রাসাদ, ভাস্কর্য। مَحَارِبَ বলা হয় উৎকৃষ্ট ইমারাতকে, বাড়ীর উৎকৃষ্টতম অংশকে এবং কোন সমাবেশের সভাপতির আসনকে। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, বাড়ীর আসবাবপত্রকে مَحَارِبَ বলা হয়। আতিয়িয়া আল আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, تَمَاثِيل শব্দের অর্থ হচ্ছে ছবি। (তাবারী ২০/৩৬৬)

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ। جَوَاب শব্দটি جَابِيَّة শব্দের বহুবচন। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, جَابِيَّة ঐ হাউজকে বলা হয় যাতে পানি রাখা হয়। আর ‘কুদুর রাসিয়াত’ বলা হয় ঐ সব বড় পাত্রকে যেগুলি খুব বড় ও ভারি হওয়ার কারণে ওগুলিকে এদিক ওদিক সরানো ও নড়ানো-চড়ানো সম্ভব হতনা। তাঁদেরকে আল্লাহ তা‘আলা বলে দিয়েছিলেন :

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক।

مَفْعُولُ لَهُ শব্দটি فِيل ছাড়াই مَصْدَر রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা হয়েছে এবং দু'টিই হয়েছে উহ্যরূপে। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকর যেমন কথা ও নিয়াত দ্বারা হয়, তেমনি কাজ দ্বারাও হয়।

আবু আবদুর রাহমান আল হুবিলা (রহঃ) বলেন যে, সালাতও শোকর, সিয়াম পালন করাও শোকর এবং প্রত্যেক ভাল আমল যা মহিমাম্বিত আল্লাহর জন্য করা হয় সবই শোকর। অর্থাৎ এগুলি সবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। আর সর্বোৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হচ্ছে হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা করা। (তাবারী ২০/৩৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট দাউদের (আঃ) সালাতই ছিল সবচেয়ে পছন্দনীয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং এর পরের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম ছিল দাউদের (আঃ) সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম অবস্থায় থাকতেন এবং পর দিন সিয়াম পালন করতেননা। তাঁর মধ্যে আর একটি উত্তম গুণ এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনও পালাতেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৫২৫, মুসলিম ২/৮১৬)

এখানে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ফুযাইল (রহঃ) হতে দাউদ (আঃ) সম্পর্কে একটি অত্যন্ত দীর্ঘ আছার বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, দাউদ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয় করেন : হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারাতো আপনার একটি নি'আমাত! জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন : যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, সমস্ত নি'আমাত আমারই পক্ষ থেকে আসে তখনই তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে। (দুররুল মানসুর ৬/৬৮০) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। এটি একটি সত্য ও বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে খবর দান।

১৪। যখন আমি সুলাইমানের  
মৃত্যু ঘটলাম তখন

۱. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ

জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা।

مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ  
 الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ  
 فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَّوْ  
 كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا  
 فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

### সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যু

এখানে আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর পরেও তাঁর মৃতদেহটি তাঁর লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়েই ছিল। তাঁর অধীনস্থ জিনেরা তিনি জীবিত আছেন ভেবে বড় বড় কঠিন কাজগুলি করেই যাচ্ছিল। (তাবারী ২০/৩৭০)

এভাবেই প্রায় এক বছর কেটে যায়। যে লাঠিটির সাহায্যে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা যখন উঁই পোকায় খেয়ে শেষ করে ফেলে তখন তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায়। ঐ সময় জিনেরা তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পারে। তখন শুধু মানুষই নয়, বরং জিনদেরও এ দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাদের মধ্যে কেহই গাইবের খবর রাখেনা। এটাই এখানে বলা হয়েছে যে : مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا তখন জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা।

<p>১৫। সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন! দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিল : তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রাব্ব!</p>	<p>۱۵. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ</p>
<p>১৬। অতঃপর তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিন্ধাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।</p>	<p>۱۶. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِیْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ</p>
<p>১৭। আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কেহকেও এমন শাস্তি দিইনা।</p>	<p>۱۷. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ</p>

### সাবাবাসীর অস্বীকৃতি এবং তাদের শাস্তি

সাবা গোত্র ইয়ামানে বসবাস করত। তাদের প্রাচীন বাদশাহর নাম ছিল তুব্বা। বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিলেন। এরা বড় নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে



ছিল। অনেক প্রাচুর্য, ভোগ-বিলাস এবং বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করছিল। ফল-ফসল এবং প্রচুর খাদ্যের তারা অধিকারী ছিল। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নি‘আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর একাত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের কথা বুঝালেন। কিছু দিন তারা দা‘ওয়াত মেনে চলল। কিন্তু পরে যখন তারা বিরুদ্ধাচরণ করল, মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহর আহকামকে উপেক্ষা করল তখন তাদের উপর ভীষণ বন্যা নেমে এলো। সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। এর বিবরণ হল নিম্নরূপ :

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফারওয়াহ ইব্ন মুসাইক আল গুতাবি (রাঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ লোকের নাম, নাকি কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তা কোন নারীর নামও ছিলনা এবং কোন এলাকাও ছিলনা, বরং সে একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায়। যে ছয়জন ইয়ামানে বসবাস করছিল তাদের নাম ছিল : কিনদাহ, আশআ‘রীউন, আয্দ, মুযহিজ, হিমাইয়ার এবং আনমার। যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম ছিল : লাখাম, জুযাম, আ‘মিলাহ এবং গাসসান। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : ‘আনমার’ কারা? তিনি বললেন : যারা ‘গাসাম’ এবং ‘বায়িলাহ’। (তাবারী ২০/৩৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৯/৮৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : সাবার পূরা নাম ছিল আব্দ সাম্স ইব্ন ইয়াশযুব ইব্ন ইয়া‘রুব ইব্ন কাহতান। তাকে সাবা বলায় কারণ ছিল এই যে, সে‘ই প্রথম আরাব যে নিজ এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিল। সে‘ই শত্রুদেরকে বন্দী করার প্রথা চালু করেছিল। তাকে ‘আর রইশ’ও বলা হত। কারণ সে‘ই প্রথম যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তার লোকদেরকে বিতরণ করেছিল। আরাবরা সম্পদকে ‘রিশ’ অথবা ‘রিয়্যাহ’ বলে থাকে।

কাহতানের ব্যাপারে তিনটি উক্তির উপর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম উক্তি হল : তিনি ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহের (আঃ) বংশধর। দ্বিতীয় উক্তি হল : তিনি আবির অর্থাৎ হুদের (আঃ) বংশধর। তৃতীয় উক্তি হল : তিনি ইসমাঈল ইব্ন

ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বংশধর।

এসবগুলি ইমাম হাফিয আবু উমার আবদুল বার নামারী (রহঃ) তাঁর আল মুসান্না আল ইনবাহ ‘আলা যিকুর উসুল আল কাবা’ইল আল রুওআত নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

‘সে আরাবেরই একজন ছিল’ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার অর্থ হল সে ছিল মূল আরাবদের একজন। অর্থাৎ ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও সে সেখানে ছিল, যার বংশধারা চলে আসছে সাম ইব্ন নূহ থেকে। উপরে উল্লিখিত তৃতীয় মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণীয় হয়নি। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ‘আসলাম’ গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : হে ইসমাইলের বংশধর! তোমরা নিক্ষেপ কর, কারণ তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ। (ফাতহুল বারী ৬/২৬১)

এর দ্বারা জানা যায় যে, সাবার বংশক্রম ইবরাহীম খলীল (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আসলাম আনসারগণেরই একটি গোত্র ছিল। আর আনসারগণের আউস এবং খায়রাজ গোত্রের সবাই ছিলেন গাসসান বংশোদ্ভূত। তারা সবাই ছিলেন ইয়ামানী। সবাই সাবার সন্তান। এরা ঐ সময় মাদীনায় আগমন করে যখন বন্যায় তাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একটি দল এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আর একটি দল সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। তাদেরকে গাসসানী বলার কারণ এই যে, ঐ নামের পানি বিশিষ্ট একটি জায়গায় তারা অবস্থান করেছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঐ স্থানটি মুশাল্লালের নিকট অবস্থিত। হাসসান ইব্ন সাবিতের (রাঃ) কবিতায়ও এটা পাওয়া যায়। তিনি তার কবিতায় বলেন : তুমি যদি আমাদের ব্যাপারে জানতে চাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমরা হলাম এক অভিজাত বংশধর যাদের সাথে সংযোগ রয়েছে আল আজ্জদ গোত্রের এবং আমরা হলাম গাসসান পানির এলাকার লোক। গাসসান ছিল একটা কূপের নাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন : সাবার দশ পুত্র ছিল, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকৃত বা ঔরষজাত পুত্র নয়। কেননা তাদের কেহ কেহ দুই দুই বা তিন তিন পুরুষের পরের সন্তানও ছিল, যেমন নসবনামার কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল সেটাও বন্যার পরের কথা। কেহ কেহ সেখানে থেকে গেল; আবার কেহ কেহ সেখান হতে এদিক ওদিক চলে গেল।

## ‘মা আরিব’ এর বাঁধ এবং প্লাবন

বাঁধের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে বর্ণাধারা বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এ জন্যই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক নদী-নালা ছিল। তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি শক্ত বাঁধ বেঁধে দিয়েছিল। ঐ বাঁধের কারণে পানি পাহাড়ের অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠত। ঐ বাঁধের দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি তৈরী করেছিল। পানির কারণে সেখানকার মাটি খুবই উর্বরা হয়ে উঠেছিল। সব সময় ওটা ফল-ফুলে তরু-তাজা থাকত। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন মহিলা ডালা নিয়ে গাছের নীচ দিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই ডালাটি ফলে ভর্তি হয়ে যেত। গাছ হতে যে ফলগুলি আপনা আপনি পড়ত ওগুলি এত বেশী হত যে, হাত দ্বারা গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নেয়ার কোন প্রয়োজনই হতনা। এ দেয়ালটি মা’রিবে অবস্থিত ছিল। ওটা সানআ’ হতে তিন দিনের দূরে ছিল। আল্লাহর ফায়ল ও কারমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ছিল যে, সেখানে মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলইনা। এটা এ জন্যই ছিল যে, যেন সেখানকার লোকেরা আল্লাহর একাত্মবাদকে মেনে নেয় এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত করে। এগুলিই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যার বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম। গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত বাগান ছিল এবং ছিল নাহর ও শস্যক্ষেত্র। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন : **كُلُوا مِنْ رَزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ** : তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয়ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমশীল তোমাদের রাব্ব।

**فَاعْرَضُوا** কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং তাঁর নি‘আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠল। যেমন হুদহুদ এসে সুলাইমানকে (আঃ) খবর দিল :

**وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ**

مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

এবং আমি ‘সাবা’ হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না। (সূরা নামল, ২৭ : ২২-২৪)

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), অহাব ইব্ন মুনাবিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যখন তাদেরকে শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন তখন তিনি বাঁধের উপর বড় বড় ইঁদুর প্রেরণ করেন। তারা বাঁধটিতে গর্তের সৃষ্টি করে। (তাবারী ২০/৩৭৮, ৩৮০) অহাব ইব্ন মুনাবিহ (রহঃ) বলেন : তারা তাদের গ্রন্থে লিখা পেয়েছিল যে, তাদের বাঁধ ইঁদুরের গর্ত করার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য তারা কিছু দিনের জন্য বিড়াল নিয়ে এসে পুষতে শুরু করে। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন বিড়ালের ভয় উপেক্ষা করে ইঁদুরেরা বাঁধে পৌঁছে যায় এবং ওতে গর্ত করতে থাকে, যার পরিণামে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। (তাবারী ২০/৩৮১) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন : ঐ ইঁদুরগুলি ছিল মরুভূমির বৃহদাকারের ইঁদুর। ওগুলি গর্ত করে বাঁধের তলদেশে পৌঁছে যায়। ফলে ওটি খুব দুর্বল হয়ে যায়। অতঃপর প্লাবনের পানির চাপে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পানি বইতে থাকে এবং ওর চলার পথের মাঠের ফসলসহ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা যা কিছু ছিল সব ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ২০/৩১)

পাহাড়ের চারিদিকে যে সমস্ত গাছ-পালা ছিল তার উপর দিয়ে বন্যার পানি বয়ে যাওয়ার ফলে, পানি চলে যাওয়ার পর ওগুলি শুকিয়ে মরে যায়। সবুজ শ্যামল যে গাছগুলি বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন করত তা মরে শুকিয়ে অন্য রূপ ধারণ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ

قَلِيلٌ এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিশ্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন : উহা ছিল তিক্ত ও ঝাঝযুক্ত খারাপ জাতীয় ফল। (তাবারী ২০/৩৮২, ৩৮৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) وَأَنْثَل এর অর্থ করেছেন ঝাউ গাছ। অন্যেরা বলেছেন যে, ইহা হল ঝাউ গাছ জাতীয় এক প্রকার গুল্ম যা থেকে কস বের হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

قَلِيلٌ এবং وَشْيٌ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ এবং কিছু কুল গাছ। বলা হয়েছে যে, ঐ বাগানগুলিতে যে সমস্ত গাছ-পালা পরবর্তী সময়ে জন্মেছিল তার মধ্যে উত্তম গাছ ছিল ঐ কুল গাছ, যার সংখ্যা ছিল খুবই কম। যে বাগান দু'টি ছিল বিভিন্ন সুস্বাদু ফলে সাজানো, মানুষকে শান্তির ছায়া দানকারী, প্রকৃতির রূপে-বর্ণে ভরপুর তা পরিণত হল তিক্ত, বিশ্বাদ ও কাঁটায়ুক্ত বাগানে, যা থেকে কোন আহাৰ্য ফল আর উৎপন্ন হতনা। এর কারণ ছিল এই যে, ওখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছিল এবং পাপ কাজে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কেহকেও এমন শাস্তি দিইনা। অর্থাৎ তাদের অবিশ্বাসের কারণেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : অবিশ্বাসী কাফির ছাড়া আল্লাহ আর কেহকেও শাস্তি দেননা। (বাগাবী ৩/৫৫৫)

১৮। তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেইগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে

۱۸. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهْرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ

বলেছিলাম : তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে।	سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَّ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ
১৯। কিন্তু তারা বলল : হে আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন! এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।	<p>١٩. فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ</p>

### সাবাবাসীদের ব্যবসা-বানিজ্য এবং তাদের ধ্বংস

এখানে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সাবাবাসী আল্লাহর কাছ থেকে কি ধরণের নি'আমাত লাভ করেছিল। তাদের ছিল বড় বড় বিলাস বহুল অট্টালিকা, প্রচুর খাদ্যসম্ভার, নিরাপদ খিলান করা বাসস্থান, বিভিন্ন প্রকার গাছ-পালা ও ফলের বাগান এবং ফল ও ফসল। তারা যখন ভ্রমণে বের হত তখন তাদের সাথে খাদ্য কিংবা পানি বহন করে নিয়ে যেতে হতনা। যেখানেই তারা বিশ্রামের জন্য থামত সেখানেই তারা পানি এবং ফল পেত। তারা তাদের চলতি পথে দুপুরে এক জায়গায় বিশ্রাম নিত এবং রাতে অন্য জায়গায় পৌঁছে ঘুমিয়ে যেত। এ সবই তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পেত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ যাবিদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে এবং অন্যান্যরা যেমন কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ইব্ন যাবিদ

(রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এটি সিরিয়ার একটি শহর। এর অর্থ হল তারা ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অতি সহজে ও আরামের সাথে ভ্রমণ করত, যার একটির সাথে অপরটির যোগাযোগ ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত শহরে আল্লাহর রাহমাত ছিল তার মধ্যে জেরুযালেমও একটি। (তাবারী ২০/৩৮৬)

فُرِيَ ظَاهَرَةُ এই সমস্ত শহরের পরিবেশ ছিল সুন্দর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল উন্নত। ফলে এক জায়গায় দুপুরের খাবার খেয়ে রওয়ানা দিয়ে রাত কাটানোর জন্য অন্য জায়গায় পৌঁছে যেত।

وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِرُّوا فِيهَا لَيْالِي وَيَّامًا آمِنِينَ ভ্রমণ যাতে সহজ হয় সেই জন্য তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা করে দেয়া হয়েছিল। আর রাতে কিংবা দিনে সব সময়েই ভ্রমণে যাতে কোন বিপদাপদ না হয় সেই রকম সুরক্ষিত ছিল ভ্রমণের পথগুলি।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ কিন্তু তারা বলল : হে আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন! ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন : তারা আল্লাহর নি‘আমাতসমূহের যথাযথ গুরুত্ব আদায় করতে ব্যর্থ হল। তারা চাইল যেন ভ্রমণের সময় তাদের সাথে খাদ্য দ্রব্য বহন করে নিতে হয়, পথে যেন ভ্রমণের ঝুঁকি থাকে এবং গরমের কষ্ট ও বিপদের আশংকা থাকে।

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম। এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, তিনি যাদেরকে এত প্রাচুর্য দান করেছিলেন তারা আল্লাহর নি‘আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং নিজেদের উপর যুল্ম চাপিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর এমন শাস্তি প্রদান করেন যে, তারা ইতিহাসের পাতায় ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান পেয়ে যায়। তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, যে সুরম্য প্রাসাদে তারা বসবাস করত এবং যে সুস্বাদু ফল ও খাদ্য তারা আহার করত তা ধ্বংস হওয়ার ফলে উত্তম বাসস্থান ও খাদ্যের অভাবে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তাই যারা তাদের বাসস্থান থেকে অন্যত্র চলে যায় তাদেরকে আরাবরা ‘সাবা’র মত ছড়িয়ে পড়েছে’ বলে থাকে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে) তাই আল্লাহ সুবহানাহ বলছেন যে, যারা আল্লাহর অশেষ নি‘আমাত, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভ করার পরেও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে শিরক ও পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যারা এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষণীয় রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের জন্য বিস্ময়কর ফাইসালা করেছেন যে, যদি তারা আরাম ও শান্তি লাভ করে ও তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে পুরস্কার পাবে এবং যদি বিপদ-আপদে পতিত হয় ও তাতে ধৈর্যধারণ করে তাহলেও পুরস্কার লাভ করবে। মোট কথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মু‘মিনকে সাওয়াব প্রদান করা হয়, এমন কি খাদ্যের যে গ্রাস সে তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় তাতেও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। (আহমাদ ১/১৭৩, নাসাঈ ৬/২৬৩)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মু‘মিনের জন্য বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। সে যদি শান্তি ও আরাম লাভ করে এবং গুণকরিয়া আদায় করে তাহলে তা হয় তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু এটা শুধু মু‘মিনের জন্যই। (ফাতহুল বারী ১০/১০৭)

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন যে, ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী কতই না উত্তম! যখন সে কোন নি‘আমাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন বিপদে পড়ে তখন ধৈর্যশীল হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯২)

২০। তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু‘মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল।

۲۰. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ

ظَنَّهُ، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّن

الْمُؤْمِنِينَ



২১। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রাক্ব সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

۲۱. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ

### কাফিরদের ব্যাপারে ইবলীসের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে সত্য হল

সাবার ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা শাইতান ও তার মুরীদদের সাধারণভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, ভালর বদলে মন্দ বেছে নিয়েছে। ইবলীস তাদের উপাসনার স্থানে বসে গেছে। সে বলেছিল :

أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لِنِ أُوْحَرِّتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لِأُحْتَنِكَ بِذُرِّيَّتِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬২) সে আরও বলেছিল :

ثُمَّ لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭) এ ধরনের আরও বহু আয়াত বর্ণিত রয়েছে। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা

আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। সে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং তার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে। আর তার এই প্রতারণার জালেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। এতে আল্লাহর হিকমাত এই ছিল যে, যাতে মু'মিন ও কাফিরদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর সত্য হয়ে যায়। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারা কখনও শাইতানকে মানবেনা। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহরই অনগত থাকবে।

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ

আল্লাহ তা‘আলা সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।  
 মু‘মিনগণ তাঁরই হিফাযাতের আশ্রয় নেয়। এ কারণে শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা।

২২। তুমি বল ঃ তোমরা  
আত্মান কর তাদেরকে  
যাদেরকে তোমরা আল্লাহর  
পরিবর্তে মা'বুদ মনে করতে।  
তারা আকাশমন্ডলী ও  
পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কোনো  
কিছুর মালিক নয় এবং  
এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ  
নেই এবং না তারা  
সাহায্যকারী।

٢٢. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ  
مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ  
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا  
فِي الْأَرْضِ وَمَا هُم فِيهِمَا مِنْ  
شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ

২৩। যাকে অনুমতি দেয়া হয়  
সে ছাড়া আল্লাহর নিকট  
কারও সুপারিশ ফলপ্রসু  
হবেনা। অতঃপর যখন তাদের  
অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে  
তখন তারা পরস্পরের মধ্যে  
জিজ্ঞাসাবাদ করবে :  
তোমাদের রাব্ব কী বললেন?

٢٣. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ <sup>ج</sup> حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ <sup>ط</sup> قَالُوا الْحَقَّ <sup>ط</sup> وَهُوَ

তদুত্তরে তারা বলবে : যা  
সত্য তিনি তাই বলেছেন।  
তিনি সমুচ্চ, মহান।

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

### মূর্তি পূজকদের দেবতাদের অসহায়ত্বতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন পীর নেই, কোন শরীক নেই, সঙ্গী নেই, পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সুতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেন :

يَا دَعْرَجَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
তোমরা আবেদন করে থাক, জেনে রেখ যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, আর না আখিরাতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে তাদের থেকে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেননা। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইয্যাত ও মর্যাদা এমনই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেহ কারও জন্য সুপারিশ করার সাহস রাখেনা। যেমন মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?  
(সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ : ২৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَسْـَٔفُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِى يَعْمَلُونَ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের দিন যখন মাকামে মাহমূদে শাফাআ’তের জন্য দাঁড়াবেন এবং সবাই ফাইসালার জন্য তাদের রবের নিকট আসবে, ঐ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি আল্লাহ তা‘আলার সামনে সাজদাহয় পড়ে যাব। কতক্ষণ যে আমি সাজদাহয় পড়ে থাকব তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। ঐ সাজদাহয় আমি আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করব যা আমি এখন বলতে পারছি না। তখন আল্লাহ বলবেন : হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও এবং তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৮, মুসলিম ১/১৮৫)

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে : তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে : যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : রবের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় অহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তারা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাঁদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় তখন তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন : এই সময় রবের কি হুকুম নাযিল হল? আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববর্তীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌঁছিয়ে থাকেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবু আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আশ শা‘বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : যখন তাদের অন্তর

থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন তাদের কেহ কেহ অন্যদেরকে বলেন : তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন? যে মালাইকা আরশ ধারণ করে আছেন তারা বলেন : তিনি সত্য বলেছেন। এভাবে তাদের কাছে যারা থাকেন তারা এবং তাদের কাছে যারা থাকেন তারা, এভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্ন আসমান পর্যন্ত সবাই একই কথা বলতে থাকেন। তারা এর সাথে বাড়িয়ে বলেননা এবং কমও করেননা।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ তিনি সমুচ্চ, মহান - এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখনই আল্লাহ তা‘আলা কোন বিষয়ে অহী নাযিল করেন তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ নাড়তে থাকেন। ফলে তা থেকে যে শব্দ হয় তা যেন কোন পাথরের উপর শিকলের আঘাতের বনবানানির শব্দ। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের রাব্ব কি বললেন? উত্তরে তারা বলেন : মহামহিম আল্লাহ সত্য বলেছেন। তারা যে বাণী শোনেন তা তাদের কাছের মালাইকাকে জানিয়ে দেন। বর্ণনাকারীদের একজন সুফিয়ান (রহঃ) তার হাতের আঙ্গুলগুলি একটির উপর আর একটি খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দেন। এভাবে একদল মালাইকা তার কাছের দলকে জানিয়ে দেন। সেই দল আবার তাদের নিকটের দলকে জানিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তা নিম্ন আকাশের মালাইকার কাছে পৌঁছে যায়। কখনও কখনও ঐ বাণী দুষ্ট জিন/শাইতান চুরি করে শুনে ফেলে এবং সে তা কোন গণক অথবা জোতিষীর কাছে বলে দেয়। জিন/শাইতানের কাছ থেকে গণক বা জোতিষী যা শুনতে পায় তার সাথে আরও শত শত মিথ্যা যোগ করে অন্যদেরকে বলে। তার বলা কথাগুলোর মধ্য থেকে যে সত্য কথাটি রয়েছে তা যখন মানুষ দেখতে পায় তখন বলা হয় যে, সে অমুক কথা বলেছিল এবং তা সত্যি হয়েছে। ফলে তার অন্যান্য মিথ্যা কথাও লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮, আবু দাউদ ৪/২৮৮, তিরমিযী ৯/৯০, ইব্ন মাজাহ ১/৬৯)

২৪। বল : আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাকে রিয়ক প্রদান করে? বল : আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

۲۴. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ

	هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
২৫। বল : আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।	٢٥. قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
২৬। বল : আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ।	٢٦. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
২৭। বল : তোমরা আমাকে দেখাও তাদেরকে যাদেরকে শরীক রূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٢٧. قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

### পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর অংশীদার নয়

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, শুধু তিনিই সৃষ্টিকারী ও আহারদাতা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। যেমন তারা স্বীকার করে যে, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্নকারী একমাত্র আল্লাহ। অনুরূপভাবে তাদের এটাও মেনে নেয়া উচিত যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

هَٰذَا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ হে নাবী! তুমি এই কাফির

মুশরিকদেরকে বল : যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এত মতানৈক্য ও মতভেদ রয়েছে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদল হিদায়াতের উপর এবং অপর দল বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। এটা হতে পারেনা যে, উভয় দলই হিদায়াতের উপর রয়েছে বা উভয় দলই বিভ্রান্তির উপর রয়েছে।

وَأِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ আমরা হলাম একাত্মবাদী এবং আমরা একাত্মবাদের স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আর তোমরা রয়েছ শিরকের উপর, তোমরা যা করছ তার কোন দলীল তোমাদের কাছে নেই। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আবী মারিয়াম (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন : সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা হিদায়াতের উপর রয়েছি এবং তোমরা রয়েছ বিভ্রান্তির উপর। (তাবারী ২০/৪০১) অতঃপর বলা হয়েছে :

قُلْ لَّا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ বল : আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা। আমরা তোমাদের হতে ও তোমাদের আমল হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত। তবে হ্যাঁ, আমরা যে পথে রয়েছি তোমরাও যদি সেই পথে চল তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের হবে এবং আমরা তোমাদের হবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকবেনা। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও : আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪১) অন্যত্র বলা হয়েছে :

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ.

বল : হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর, এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি, এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ, এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল। (সূরা কাফিরুন, ১০৯ : ১-৬) জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ বলেন :

هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا হে নাবী! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও : আমাদের রাব্ব আল্লাহ কিয়ামাতের মাঠে সকলকে একত্রিত করবেন এবং আমাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করে দিবেন। সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন আমাদের সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। ঐ দিন তারা জানতে পারবে যে, কে সফলকাম এবং কে নিরবচ্ছিন্ন সুখী জীবন লাভ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (সূরা রুম, ৩০ : ১৪-১৬)

هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ফাইসালাকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও : তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও না। তোমরা আল্লাহর শরীক হিসাবে তাদেরকে দেখাতে সক্ষম হবেনা। কেননা তিনিতো তুলনাবিহীন এবং শরীকবিহীন। তিনি একক। তিনি পরাক্রমশালী। তিনি সকলকেই নিজের অধিকারভুক্ত করে রেখেছেন। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি অতি পবিত্র ও মহান। মুশরিকরা তাঁর প্রতি যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।



<p>২৮। আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।</p>	<p>۲۸. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>২৯। তারা জিজ্ঞেস করে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?</p>	<p>۲۹. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ</p>
<p>৩০। বল : তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবেনা, ত্বরান্বিত করতেও পারবেনা।</p>	<p>۳۰. قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْجِلُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ</p>

### সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূলকে (সাঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তাদের সবাইকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল : হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৫৮) আর এক আয়াতে আছে :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে

বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بَشِيرًا وَنَذِيرًا আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানেনা। যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَأِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৬)

إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আরাব এবং অনারাব সবার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি অনুগত। (তাবারী ২০/৪০৫)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (এক মাসের পথের দূরত্ব হতে শত্রুরা আমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়)। (২) আমার জন্য সমস্ত যমীনকে সাজদাহর জায়গা এবং ওর মাটি পবিত্র করা হয়েছে, ফলে আমার উম্মাতের যে কেহই যে কোন জায়গায়ই থাকুক, সালাতের সময় হলে সে সেখানেই সালাত আদায় করে নিতে পারে। (৩) আমার পূর্বে কোন নাবীর জন্য গাণীমাতের মাল হালাল ছিলনা, কিন্তু আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে শাফা'আত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধু তার কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল, আর আমাকে সমস্ত মানুষের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) অন্যত্র বলা হয়েছে : আমাকে সাদা ও কালো উভয়ের জন্য

নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/১৪৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ করা হয়েছে দানব ও মানব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরাব ও অনারাব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

## কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা এবং ওর উত্তর

এরপর কাফিরেরা যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল : এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি) কখন বাস্তবায়িত হবে? যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا  
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

যারা এটা (কিয়ামাত) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৮) তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ  
জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবেনা এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবেনা। যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না। (সূরা নূহ, ৭১ : ৪) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ  
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৪-১০৫)

৩১। কাফিরেরা বলে : আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবনা, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও না। হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।

৩১. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

৩২। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে অপরাধী।

৩২. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنْ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ

৩৩। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো

৩৩. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ

দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে।

وَاللَّيْلِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ  
بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا  
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ  
وَجَعَلْنَا الْآغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ  
الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

### কাফিরদের পৃথিবীতে সত্য অস্বীকার এবং কিয়ামাত দিবসে একে অপরের সাথে বাক-বিতণ্ডা

কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও বাতিল জিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন : তারা ফাইসালা করে নিয়েছে যে, যদিও তারা কুরআনুল হাকীমের সত্যতার হাজার দলীল দেখে নেয় তবুও ওর উপর ঈমান আনবেনা। এমনকি ওর পূর্ববর্তী কিতাবগুলির উপরও না। তারা তাদের এই কথার স্বাদ ঐ সময় গ্রহণ করবে যখন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের কাছে দাঁড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং বড়রা ছোটদেরকে দোষারোপ করবে। প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে :

لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা রাসূলকে (সাঃ) বিশ্বাস করতাম এবং মু'মিন হতাম। অনুসৃতরা তখন অনুসারীদেরকে জবাবে বলবে :

أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? আমরা তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোন দলীল নেই।

অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দলীলসমূহ তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তোমরা ঐগুলির অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা কেন মেনেছিলে? সুতরাং তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। অনুসারীরা আবার অনুসৃতদেরকে জবাব দিবে :

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ প্রকৃতপক্ষে তোমরাইতো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে, তোমাদের আকীদাহ ও আমল ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন তাঁর শরীক স্থাপন করি। আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদাদের রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং কুফরী ও শিরক পরিত্যাগ না করি। আমাদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকার এটাই কারণ। ইসলাম থেকে তোমরাই আমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলে।

وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ করবে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে দোষমুক্ত বলে দাবী করবে। অতঃপর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে।

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিবেন। ঐ শিকল দিয়ে তাদের দুই হাতও বাঁধা থাকবে। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। যারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল উভয় দলই মন্দ প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন : তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৩৮)

ইবন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের একটি মাত্র লেলিহান শিখায় তাদের দেহ বলসে যাবে। দেহ বলসানো মাংস তাদের পায়ের উপর এসে পড়বে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/৩৬৩)

<p>৩৪। যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে : তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।</p>	<p>৩৪. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ</p>
<p>৩৫। তারা আরও বলত : আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা।</p>	<p>৩৫. وَقَالُوا لَنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ</p>
<p>৩৬। বল : আমার রাব্ব যার প্রতি ইচ্ছা রিয়ক বর্ধিত করেন, অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা।</p>	<p>৩৬. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৩৭। তোমাদের ধন সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।</p>	<p>৩৭. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ هُم جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ</p>
<p>৩৮। যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা</p>	<p>৩৮. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي</p>

শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।	ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
৩৯। বল : আমার রাব্ব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা ওটা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয়কদাতা।	৩৯. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

### যারা যৌলুসের সাথে বসবাস করে তারা রাসূলকে (সাঃ) অবিশ্বাস করে এবং সম্পদ ও সম্ভানের মোহে বিপদগামী হয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মত চরিত্র গড়ে তোলার উপদেশ দিচ্ছেন। যে লোকালয়েই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তাঁদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁদেরকে অমান্য করেছে। তবে গরীবেরা তাঁদের অনুগত হয়েছে। যেমন নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল :

أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ১১১) অন্যত্র রয়েছে :

وَمَا نَرْفُكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا

আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর। (সূরা হুদ, ১১ : ২৭) সালিহর (আঃ) কাওমের প্রভাবশালী অহংকারী লোকেরা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিল :



أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسِلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ. قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল : নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। দাঙ্গিকরা বলল : তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৭৫-৭৬) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
مِّن بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে : এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৩) অন্যত্র রয়েছে :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

আর এমনভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ  
فدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায্য সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৬) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এখানে বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ  
كَافِرُونَ যখন আমি কোন লোকালয়ে সতর্ককারী অর্থাৎ নাবী বা রাসূল প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী, ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী অধিবাসীরা বলেছে :

তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সূতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। এ কথা তারা ফখর করে বলত যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যদি তাদের উপর তাঁর বিশেষ মেহেরবানী না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এতসব নি'আমাত দান করতেননা। আর দুনিয়ায় যখন তিনি তাদের উপর মেহেরবানী করেছেন তখন আখিরাতেও তাদের উপর মেহেরবানী করবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জায়গায়ই তাদের এ দাবী খণ্ডন করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন :

أَتُحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ نُسَارِعُ هُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫৫) অন্য আয়াতে আছে :

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৫৫) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আরও বলেন :

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. وَبَيْنَ شُهُودًا. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে

দিয়েছি স্বচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। (সূরা মুদদাসসির, ৭৪ : ১১-১৭)

এ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে, যার দু'টি বাগান ছিল। সে ধনশালী ছিল, ফল-ফুলের মালিক ছিল, সন্তানাদিও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসই তার উপকার করেনি। আল্লাহর আযাবে সবকিছুই ধ্বংস ও মাটি হয়ে গিয়েছিল আখিরাতের পূর্বেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন :

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। দুনিয়ায় তিনি শত্রু-মিত্র সকলকেই দান করে থাকেন। গরীব বা ধনী হওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। বরং তাতে অন্য কোন হিকমাত লুকায়িত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِي تَقَرَّبَكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও তোমাদের সম্পদের দিকে তাকাননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে। (আহমাদ ২/৫৩৯, মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ

تَبَعُ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ তবে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার, তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। তাদের এক একটি সৎ কাজের প্রতিদান দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। জান্নাতের বালাখানায় তারা নিরাপদে অবস্থান করবে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির

থেকে ভিতর দেখা যাবে। তখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞেস করল : এটা কার জন্য? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যে উত্তম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খেতে দেয়, অধিক সিয়াম পালন করে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (ইব্ন আবী শাইবাহ ৮/৪৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিবে এবং রাসূলদের অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এরপর বলেন :

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ পরিপূর্ণ হিকমাত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করেন দুনিয়ায় বহু কিছু দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা খুব কম দেন। একজন সুখ-সাগরে ভেসে আছে এবং আর একজন অতি দুঃখ-কষ্টে কাল যাপন করছে। তাঁর এ হিকমাতের কথা কেহ বুঝতে পারবেনা। এর গোপন রহস্য তিনিই জানেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২১) অর্থাৎ আখিরাতে ফাযীলাত ও মর্যাদা সবচেয়ে বড়। এখানে যেমন ধনী ও গরীবের ভিত্তিতে মর্যাদার উঁচু ও নীচু স্তর আছে, ঠিক তেমনই আখিরাতেও আমলের ভিত্তিতে মর্যাদা কম-বেশী হবে। সৎ লোকেরা জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদে অবস্থান করবে। আর অসৎ লোকেরা জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে মর্যাদাহীন অবস্থায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে উত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি মুসলিম এবং প্রয়োজন মত রুখী পায়, আর আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে অল্পে তুষ্ট রাখা হয়। (মুসলিম ২/৭৩০)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর বৈধ করা কাজের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যা কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তিনি

তাদেরকে দুনিয়ায় এবং অখিরাতে প্রদান করবেন।

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যহ সকালে একজন মালাক/ফেরেশতা দু'আ করেন : হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে ধ্বংস করুন। আর একজন মালাক দু'আ করেন : হে আল্লাহ! (আপনার পথে) খরচকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। (মুসলিম ১/৭০০)

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে বিলাল (রাঃ)! খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে সংকীর্ণতার আশংকা করনা। (তাবারানী ১০/১৯১)

<p>৪০। যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকাকে জিজ্ঞেস করবেন : এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?</p>	<p>٤٠. وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ</p>
<p>৪১। মালাইকা বলবে : আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।</p>	<p>٤١. قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ</p>
<p>৪২। আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে বলব : তোমরা যে আগুনের শাস্তি অস্বীকার করতে তা আশ্বাদন কর।</p>	<p>٤٢. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ</p>

## কিয়ামাত দিবসে মালাইকা তাদের ইবাদাতকারীদেরকে অস্বীকার করবে

কিয়ামাত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে মুশরিকদেরকে লজ্জিত, নিরন্তর এবং ওয়রবিহীন করার জন্য মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যাদের কৃত্রিম ছবি তৈরী করে মুশরিকরা পূজা-অর্চনা করত এই আশায় যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। বলা হবে :

تَوَمَّرَا كَيْفَ أَهْوَلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ তোমরা কি এই মুশরিকদেরকে তোমাদের ইবাদাত করতে বলেছিলে? যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানে বলেন :

ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ

তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১৭) যেমন তিনি ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করবেন :

ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ

তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে : আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৬) অনুরূপভাবে মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন :

سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ আপনি পবিত্র ও মহান। আপনার কোন শরীক নেই। আমরা নিজেরাইতো আপনার বান্দা। আমরা এই মুশরিকদের প্রতি অসম্মত। এখনও আমরা তাদের হতে পৃথক।

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ তারা তো পূজা করত শাইতানদের। শাইতানেরাই তাদের জন্য মূর্তি-পূজাকে শোভনীয় করেছিল। আর তারাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস শাইতানের উপরই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا.  
لَعَنَهُ اللَّهُ

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৭-১১৮) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا! সূতরাং হে মুশরিকের দল! তোমরা যাদের সাথে সম্পর্ক করেছিলে তাদের একজনও তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। এই কঠিন দিনে তাদের সবাই তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কারণ তাদের কারও কোন প্রকারের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই। আজ আমি আল্লাহ স্বয়ং এই যালিম মুশরিকদেরকে বলব :

ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ তোমরা যে আগুনের লেলিহান শিখার শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

৪৩। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে : তোমাদের পূর্ব-পুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাঁধা দিতে চায়। তারা আরও বলে : এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়। এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে : এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু!

٤٣. وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

<p>৪৪। আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও শ্রেরণ করিনি।</p>	<p>٤٤. وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ</p>
<p>৪৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবুও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি!</p>	<p>٤٥. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ</p>

### রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য এবং উহা খন্ডন

কাফিরদের ঐ দুষ্টামি ও দুষ্কর্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহর কর্তৃন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার জীবন্ত বাণী তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে থাকে। তা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করাতো দূরের কথা, তারা পরস্পর বলাবলি করে :

مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তার বাতিল চিন্তাধারার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। এই কুরআন তার নিজের মনগড়া কিতাব, যা সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছে।

مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى আর এটাতো যাদু এবং এটা যাদু হওয়া কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ



তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা এরা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। এ জন্য বহু দিন থেকে তারা আকাংখা করে আসছিল যে, যদি আল্লাহর কোন রাসূল তাদের কাছে আসেন অথবা যদি আল্লাহর কিতাব তাদের উপর নাযিল করা হয় তাহলে তারা সবচেয়ে বেশী অনুগত এবং মান্যকারী হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন তখন তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করল।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের পরিণাম তাদের সামনে রয়েছে, যারা পার্থিব শক্তি এবং ধন-সম্পদে তাদের উপরে ছিল। এরাতো তাদের দশ ভাগের এক ভাগও লাভ করেনি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসেনি। তাদের দৈহিক শক্তিও তাদের কোন উপকার করেনি। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِغَايَةِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা'ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৬)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮২)

فَكَذَّبُوا رُسُلِيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ সূতরাং এদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে,

আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদেরকে তিনি স্বীয় আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৪৬। বল : আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

٤٦. قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بَوَاحِدَةٍ  
أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ  
تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ  
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ  
يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ

### রাসূলকে (সাঃ) কাফিরদের পাগল বলা এবং উহা খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بَوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَىٰ** হে মুহাম্মদ! যে কাফিরেরা তোমাকে পাগল বলছে তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা এক কাজ কর, নিষ্ঠার সাথে চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস কর, মুহাম্মাদ কি পাগল? আর ঈমানদারীর সাথে একে অপরকে জবাবও দাও। তোমরা এককভাবেও চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও কর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, একগুঁয়েমী, হঠকারিতা এবং কথার প্যাঁচ তোমাদের মস্তিষ্ক হতে দূর করে দাও। এভাবে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, মুহাম্মাদ পাগল নন। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

**إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ** বরং তিনি সবারই শুভাকাংখী। তিনি তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করছেন যে বিপদ হতে তোমরা বে-খবর ও অসতর্ক রয়েছ। এই নাবীতো তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র।

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং আরাবের প্রথা অনুযায়ী **يَا صَبَاحُ** বলে উচ্চস্বরে ডাক দিতে লাগলেন। কুরাইশের লোকেরা এ ডাক শুনেই দৌড়ে এলো এবং সেখানে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : শোন, আমি যদি বলি যে, শত্রু সৈন্য তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে, তারা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবে? উত্তরে সবাই সম্মত হয়ে বলল : হ্যাঁ, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আযাব থেকে ভয় দেখাচ্ছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর এ কথা শুনে অভিশপ্ত আবু লাহাব বলল : তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সূরাটি নাযিল হয় :

### تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (সূরা মাসাদ, ১১১ : ১) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলি (২৬ : ২১৪) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

<p>৪৭। বল : আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই, আমার পুরস্কারতো আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।</p>	<p>৪৭. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ</p>
<p>৪৮। বল : আমার রাব্ব সত্য নিষ্ক্ষেপ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত।</p>	<p>৪৮. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمُ الْغُيُوبِ</p>
<p>৪৯। বল : সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু</p>	<p>৪৯. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي</p>

<p>সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।</p>	<p>الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ</p>
<p>৫০। বল : আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি তাহলে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার রাক্ব অহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিহিত।</p>	<p>৫০. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ</p>

### ‘দা’ওয়াত প্রচারের জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাইনা’ এর ভাবার্থ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ  
দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন :

আমি তোমাদের  
مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ  
মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের কাছে আমি দীনী আহকাম পৌঁছে দিচ্ছি।  
তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছি। এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন  
বিনিময় চাচ্ছি না। বিনিময়তো আমাকে আল্লাহ তা‘আলাই দিবেন। তিনি  
সবকিছুর রহস্য অবগত আছেন। আমার ও তোমাদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে  
যাবে। নিম্নের আয়াতটিও এই আয়াতের অনুরূপ :

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয়  
আদেশসহ। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ১৫) পৃথিবীতে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার  
কাছে খুশি সত্যসহ মালাইকা অবতীর্ণ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত। তাঁর  
কাছে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই।

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ  
মুবারাক শারীয়াত এসেছে। আর বাতিল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন মহান

আল্লাহ বলেন :

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (সূরা আশিয়া, ২১ : ১৮) মাঝা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার মূর্তিগুলোকে স্বীয় ধনুক দ্বারা আঘাত করছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর বল : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮১) আরও বলেছিলেন :

بَلْ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ  
অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।  
(ফাতহুল বারী ৮/২৫২, মুসলিম ৩/১৪০৯, তিরমিযী ৮/৫৭৩, নাসাঈ ৬/৪৮৩)

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي  
বল : আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি তাহলে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার রাক্ব অহী প্রেরণ করেন। যা কিছু উত্তম তা আল্লাহর নিকট থেকে এসে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলা যে অহী প্রেরণ করেন তাতে রয়েছে হক, পথ নির্দেশ এবং হিকমাত। সুতরাং যে বিপথগামী হয় তা হয় তার নিজের আমলের কারণে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন : আমি যা বুঝি তা তোমাদেরকে বলি; যদি তা সঠিক হয় তাহলে জানবে যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে, আর তা যদি সঠিক না হয় তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে অথবা শাইতানের তরফ থেকে। তখন সেই ব্যাপারে আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। (আবু দাউদ ২/৫৮৯)

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন, তিনি খুব নিকটেই আছেন। আহ্বানকারীর আহ্বানে তিনি সদা সাড়া দেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন : তোমরা

কোন বখিরকেও ডাকছনা এবং কোন অনুপস্থিতকেও ডাকছনা, বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী, যিনি নিকটেই রয়েছেন এবং যিনি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তোমাদের প্রার্থনা কবুলকারী। (নাসাঈ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৯/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৬)

৫১। তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে।

৫১. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ

৫২। আর তারা বলবে : আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে?

৫২. وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

৫৩। তারাতো পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুড়ে মারত।

৫৩. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

৫৪। তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

৫৪. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি ঐ কাফিরদের কিয়ামাতের দিনের ভীতি-বিহ্বলতা দেখতে! সব সময় তারা শান্তি হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে। কিন্তু পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। পালিয়েও না, লুকিয়েও না, কারও সাহায্যেও না এবং কারও আশ্রয়েও না।

وَأَخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ বরং পাশ হতেই তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়া হবে। হা'সান বাসরী (রহঃ) বলেন : এদিকে কাবর হতে বের হবে আর ওদিকে আবদ্ধ হয়ে যাবে। (তাবারী ২০/৪২৩) এদিকে দাঁড়াবে আর ওদিকে পাকড়াও হয়ে যাবে।

কিয়ামাতের দিন তারা বলবে : آمَنَّا بِهِ আমরা এখন ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ কিন্তু কোন লোক কোন দূরের জিনিস পাবার জন্য দূর থেকে হাত বাড়ালে তা যেমন ধরতে পারেনা, ঠিক তেমনই অবস্থা হবে ঐ লোকদের। আখিরাতের জন্য যে কাজ দুনিয়ায় করা উচিত ছিল সেই কাজ সে আখিরাতে করতে চায়। সুতরাং আখিরাতে ঈমান আনা বৃথা। তখন আর না তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর না সেখানে কেঁদে-কেটে কোন লাভ হবে। না তাওবাহ, ফরিয়াদ, ঈমান ও ইসলাম কোন কাজ দিবে। ইতোপূর্বে দুনিয়ায় তারা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল। না তারা আল্লাহকে মেনেছিল, না রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল, আর না কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেছিল। এভাবেই নিজের খেয়াল-খুশী মত তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এসেছে, তাঁর নাবীকে যাদুকর বলেছে, আবার কখনও পাগল বলেছে, কিয়ামাতকে মিথ্যা বলেছে, বিনা প্রমাণে অন্যের ইবাদাত করেছে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে উপহাস

করেছে। এখন তারা ঈমান আনছে ও অনুতপ্ত হচ্ছে।

মুজাহিদ (রহঃ) **وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ** এ আয়াতের অর্থ করেছেন : কিন্তু এখন তা কি করে সম্ভব? এখনতো (পরকালে) তাদের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৪) যুহরী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : তারা যখন পরকালে পৌঁছে যাবে তখন চাবে যে, তারা যাতে ঈমান আনতে পারে, কিন্তু তখনতো পার্থিব আমলের সমস্ত বিষয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : তারা তখন (পরকালে) এমন জিনিসের প্রার্থনা করবে যা অর্জন করা আর কখনও সম্ভব নয়, কারণ ঈমান আনার ব্যাপারটি পৃথিবীতেই শেষ হয়ে গেছে যা অন্য এক জগতের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। দুনিয়া তাদের কাছ থেকে সরে গেছে, দুনিয়া হতে তারা এখন পৃথক হয়ে গেছে।

**وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ** তারাতো এর পূর্বে পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় ঈমান আনেনি, এখন ঈমান আনা কিংবা সৎ কাজ করে তা থেকে প্রতিদান পাবার আর কোন সুযোগ নেই।

**وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ** তারা তখন ঈমানের দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে ছিল ঘোর বিরোধী। তারা অদৃশ্য বিষয়ে ছিল সন্ধিহান। যেমন আল্লাহ বলেন :

### رَجْمًا بِالْغَيْبِ

অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। (সূরা কাহফ, ১৮ : ২২)

### إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِينَ

আমরা মনে করি এটা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ৩২)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : কিয়ামাত দিবস, জান্নাত এবং জাহান্নামের কোন অস্তিত্ব নেই বলে তারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলত। (তাবারী ২০/৪২৯)

**وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ** তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার সময় শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী



২০/৪৩০) সুদী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : তাওবাহ করার সময় শেষ হয়ে গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৫) মুজাহিদ (রহঃ) অর্থ করেছেন : দুনিয়ার শান-শওকত এবং লোকবলের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী ২০/৪৩১) ইবন উমার (রাঃ), ইবন আব্বাস (রাঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং আরও অনেকেরও একই অভিমত। আসলে এ দুই মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হবে। তারা দুনিয়ায় বসে যার আশা করত এবং পরকালে যা থেকে আশ্রয় পেতে চায় তার কোনটাই তাদেরকে দেয়া হবেনা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারাও মরণের পূর্বে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করত। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল : আমরা এক আল্লাহই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮৪-৮৫)

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ তাদের সাথে আল্লাহর এই নিয়ম জারীই থাকল। কাফিরেরা উপকার লাভে বঞ্চিত হল। সারা জীবন তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে কাটিয়েছে। আযাব দেখে নেয়ার পর ঈমান আনয়ন বৃথা।

কাতাদাহর (রহঃ) একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন : তোমরা শক-সন্দেহ হতে বেঁচে থাক। এর উপর যার মৃত্যু হবে কিয়ামাতের দিন তাকে তারই উপর উঠানো হবে। আর যে ঈমানের উপর মারা যাবে তাকে ঈমানের উপরই উঠানো হবে।

সূরা সাবা -এর তাফসীর সমাপ্ত।